R N. No. 2532/57 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রাস্ত্র
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২৪শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৭ সাল
১০ই সেপটেম্বর ১৯৮০ সাল।
নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

বন্যার ছোবল দ্বিতীয় দফায় আরো মারাত্মক, ত্রাণ ব্যবস্থা নস্যঃ নস্যঃ, উদ্ধার ও ত্রাণের কাজে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ

বিশেষ প্রতিনিধি, ১০ সেপটেম্বর—গত বুধবার থেকে আজ বুধবার পর্যন্ত মহকুমায় দ্বিতীয় দফায় বন্যার যে তাণ্ডব চলছে, তা আগষ্ট মাসের বন্যার চেয়ে অরো মারাত্মক। জল শুধুই বেড়ে চলেছে, কমার নাম নাই। বাড়ী-ঘর পড়ছে ঝপাঝপ। গ্রামের পর গ্রাম ভেসে গিয়েছে, রেললাইন ডুবে গিয়েছে, ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ শহর সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হয়েছে। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নাই। সে তুলনায় ত্রাণের কোন বালাই নাই। ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ শহরে নৌকা চলছে। জলের গভীরতা চার থেকে দশ ফুট। সুজনিপাড়া পাকা সড়কে এক বুক জল। খাট, ছাদ, গাছে হাজার হাজার মানুষ ত্রাণের অপেক্ষায় দিন গুণছে। কতজন কয়েকদিন খেতে পায়নি তার কোন হিসাব নাই। যদিও ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে নৌকো, স্পীড বোট ও লঞ্চ লাগানো হয়েছে, তবুও বহু মানুষ এখনও জলবন্দী। অফিস ভেসে যাওয়ার পর সুতি ২নং বিডিওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত জানা গেছে, তিনি সুতি থানায় অস্থায়ী অফিস খুলেছেন। সামসেরগঞ্জ ব্লক অফিসও ডুবে গিয়েছে। মাইল খানেক দূরে একটি বিড়ি কোম্পানীর বাড়ীতে অফিস স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। জল সেখানেও ধাওয়া করেছে। এখন মাটির বাঁধ দিয়ে বান রোখার চেষ্টা চলছে। বেসরকারী একটি হিসেবে জানা গিয়েছে,

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

নৌকায় চিকিৎসা, খাটিয়ায় বসবাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ সেপটেমবর—বন্যাপ্লাবিত অনুপনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্র এবং অরঙ্গাবাদ ও পুঁঠিমারি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক ও কর্মীরা এখন নৌকায় চিকিৎসা এবং খাটিয়ায় বসবাস করছেন। গতকাল স্বাস্থ্য বিভাগের ডেপুটি সেকরেটারী ডাঃ এল কে সান্যাল অরঙ্গাবাদ পরিদর্শনে এসে নিজের চোখে এ দৃশ্য দেখে গেছেন। আজ তাঁর অনুনপগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরি-দর্শনের কথা আছে। ধুলিয়ানে ১০,৩২৫ জন লোকের জন্য ২৫টি এবং অরঙ্গা-বাদে আট হাজার লোকের জন্য ৯টি চিকিৎসা শিবির খোলা হয়েছে। আগষ্টের বন্যায় অনুপনগরে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার ওষুধপত্র নষ্ট হয়েছে। এ মাসে দ্বিতীয় দফা বন্যায় অনুপনগর ও অরঙ্গাবাদে কত টাকার ওষুধপত্র নষ্ট হয়েছে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

দূরপাল্লার সাঁতারে খগেন দত্ত প্রথম

নিজস্ব সংবাদদাতা : দূরপাল্লার সাঁতারে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খগেন দত্ত এবারও প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ভাগীরথী বক্ষে জঙ্গিপুর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ৭৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে তাঁর সময় লেগেছে দশ ঘণ্টা ছ'মিনিট। মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা। ৭ সেপটেম্বর অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর অনীন্দ্রমোহন চৌধুরী ও জিয়াগঞ্জের সিতলাল সাহা। মোট ১৯ জন সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলা, বহরমপুর সেবা মিলনীর কুমারী নমিতা সাহা। আর একজন বাঙলাদেশের মহম্মদ স্পোরটিং ক্লাব (ঢাকা) এর ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র বৈশ্য।

একই দিনে জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে গোরাবাজার ঘাট পর্যন্ত ১৯ কিলোমিটার সাঁতারে পুরুষদের বিভাগে প্রথম হয়েছেন আগরতলার বাদল বণিক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন নিরঞ্জন দেবনাথ ও মহঃ মনিরুল মোল্লা। মহিলা বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন চাতরা সুইমিং ক্লাবের ইলা পাল, আগরতলার চন্দ্রাবলী কর্মকার ও কলকাতার বীণা ব্যানারজি।

গনকর ষ্টেশনে গয়ার ব্যবসায়ীর গয়াপ্রাপ্তি

মিরজাপুর, ১০ সেপটেম্বর—গনকর ষ্টেশনে সম্প্রতি গয়ার একজন ব্যব-সায়ীর গয়াপ্রাপ্তি ঘটেছে রহস্যজনক-ভাবে। সন্দেহ করা হচ্ছে, বিষ-প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে অত্যন্ত সুকৌশলে। ব্যবসায়ীর নাম জানা যায়নি। তবে তাঁর ছবি তুলে পাঠানো হয়েছে গয়া পুলিশের কাছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়ীটি মালপত্র কিনতে প্রায়ই গয়া থেকে কলকাতা যেতেন। তাঁর সঙ্গে প্রচুর টাকা-পয়সা থাকতো। ঘটনার দিন তিনি কলকাতা থেকে জিনিসপত্র কিনে আপ হাওড়া-গয়া প্যাসেনজারে গয়া যাচ্ছিলেন। পথে আজিমগঞ্জে কে বা কারা সুকৌশলে খাবারের সঙ্গে বিষ প্রয়োগ করে এবং তিনি অচেতন হয়ে পড়লে জিনসপত্র ও টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। গনকরে তাঁকে নামানো হয় প্রায় মৃত অবস্থায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। পকেটে পাওয়া যায় গয়ার একটি টিকিট।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বি এস এফ-পুলিশে

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ সেপটেম্বর—সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান গতকাল রাত্রে প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার বিদেশী কাপড় আটক করেন। রামপুরা-হাতিবান্ধার কাছে কয়েক গাঁট এবং মিরজাপুরের মোগলমারি সেতুর কাছে লরিসমেত ওই পরিমাণ কাপড় আটক করা হয়। কাপড় বোঝাই লরিটি (ডবলু এম এইচ ৪৫৪৬) পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়ে আটক করলে পুলিশে ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীতে গণ্ডগোল বাধে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা কাপড়সমেত লড়িটি নিজে-দের হেফাজতে নিয়ে যান। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়, বি এস এফ এবং পুলিশ যৌথভাবে ওই পরিমাণ কাপড় আটক করে। বি এস এফ সেগুলি নিয়ে যায়।

আবার বিদেশী বেলুন

সাগরদীঘি, ১০ সেপটেম্বর—সাগর-দীঘির মাঠে আবার একটি বিদেশী বেলুন পড়েছে। ৭ সেপটেম্বর ভোরের দিকে বেলুনটি পড়ে এই থানার দোগাছি-বিষ্ণুপুরের মাঝ মাঠে। পলি-থিনের তৈরী বেলুনের মধ্যে একটি ব্লাডার। তার মধ্যে ছিল একটি সোলার বাক্সে জাপানের তৈরী ছুটো ব্যাটারি। কয়েক বছর আগে অনুরূপ একটি বেলুন সাগরদীঘি পুলিশ আটক করে।

কলেজ অধ্যক্ষ ঘেরাও

জঙ্গিপুর, ১০ সেপটেম্বর—বুধবার জঙ্গি-পুর কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সচ্চিদানন্দ ধরকে ছাত্ররা তিন ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখে। তাদের দাবিগুলির মধ্যে ছিল ছাত্রাবাস খালি থাকা সত্ত্বেও অধ্যক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে ছাত্রদের ছাত্রাবাসে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং ছাত্রাবাসের একতলা মেরামত ও

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে ভাদ্র বুধবার, সন ১৩৮৭ সাল।

নাগরিক কমিটি শাহরিক সমস্যা

জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর মহকুমার প্রাণকেন্দ্র। মহকুমার যাবতীয় সদর দপ্তর এখানে রহিয়াছে। নানা কারণে এবং ফরাক্কা প্রকল্পের জন্য এই শহর দুইটির যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ ভাগীরথীর পাশ্চমতীরস্থ রঘুনাথগঞ্জ শহরটির এলাকা অভাবিত-ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে এবং এখনও বর্দ্ধমান। ফলতঃ উভয় শহরেই লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া এই দুইটি শহর হইতে, বিশেষতঃ রঘুনাথগঞ্জ হইতে বহু দূরস্থানে যাইবার বাসসমূহ প্রতিদিন শহরে আস-যাওয়া করিতেছে এবং ইহাতে দূর দূর স্থানের নানা মানুষের আনাগোনা এখানে হইতেছে।

এই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা আজ দেখা দিয়াছে। গত ১৭ই আগষ্ট শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভায় সেই সব সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ শহর দুইটির সংযোগকারী ভাগীরথীর উপর সেতু খুবই প্রয়োজন ; প্রয়োজন জঙ্গিপুর রেলষ্টেশনের ওভার ব্রীজ। আমরা এই দুইটি বিষয়ে আমাদের পত্রিকায় পূর্বে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য অত্রত্য নাগরিকদের যে, এই প্রয়োজনের দিকে কাহারও লক্ষ্য পড়িল না। উল্লেখিত সেতু ও ওভার ব্রীজের জন্য কী কষ্ট সর্বশ্রেণীর মানুষের হইতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ইহা ছাড়াও আরও সমস্যা আছে। জঙ্গিপুর-ষ্টেশন এ্যাপ্রোচ রোডের মেরামতি ও আলোক ব্যবস্থা, জঙ্গিপুরে প্রসূতি-সদন, রঘুনাথগঞ্জ শহরে একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, উভয় শহরে পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা, মহকুমা হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আরও কিছু কিছু বিষয় আছে, যাহার সমাধান আশু প্রয়োজন।

পূর্বোল্লেখিত সভায় একটি নাগরিক কমিটি গঠিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। এই নাগরিক কমিটির পক্ষ হইতে শহরের মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন প্রয়োজনের এক স্মারকলিপি মাননীয় এস ডি এম ও মহাশয়ের কাছে পেশ করা হয় এবং তিনি হাসপাতালের নানা সমস্যার কিছু কিছু সমাধান করিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আমরা নাগরিক কমিটির কাছে আরও কিছু আশা করি। জঙ্গিপুর রঘুনাথ-গঞ্জের যে সব গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলি রহিয়াছে, তাহা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেরও অবগতিতে আনিতে হইবে এবং যাহাতে ঐগুলির সমাধান ত্বরান্বিত হয়, তাহার জন্য সর্বপ্রকারের প্রয়াস চালাইতে হইবে। অবশ্য মনে রাখাও দরকার এই প্রয়াস চালাইতে গিয়া আমাদিগকে রাজনৈতিক মতাদর্শের বিভিন্নতা হেতু অনীহার ভূতে পাইয়া না বসে। কারণে অনেক সময় এমনতর ঘটিয়া থাকে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কম খরচে সেচের জন্য

রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকে সরকার হইতে সেচের জলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না থাকায় এই এলাকার চাষীবাদের দারুণ ক্ষতি হইতেছে। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের অন্তর্গত ব্রহ্মাণী নদীর ১৬নং শাখাটিকে এইধারে কিছুটা খাল কাটাইয়া প্রসারিত করাইলে জরুর ও জামুয়ার ইউনিয়নের প্রায় ৪০খানি গ্রামে সেচের জলের ব্যবস্থা সহজে ও কম খরচে হইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্বে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ময়ূরাক্ষী এন সি ডিভিসন, রামপুরহাট (বীরভূম) অফিস হইতে এই পরি-কল্পনার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে জরীপ করিয়া ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট ও প্ল্যান দাখিল করিয়াছেন। যাহাতে পরি-কল্পনাটি মঞ্জুর হয় সেজন্য আপনার পত্রিকা মারফৎ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় সেচমন্ত্রী ও জেলার এম এল এ মহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। —নকড়ি মুখো-পাধ্যায়, রঘুনাথগঞ্জ।

বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণে শৈথিল্য

সাগরদীঘি, ১০ সেপটেম্বর—উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মনিগ্রামে এস এম জি আর রোডের সমস্ত গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। হাজার হাজার টাকা খরচ করে এ বছর গোড়ার দিকে রাস্তার ধারে প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গাছের চারাগুলি পোঁতা হয়েছিল। মনিগ্রামের সংরক্ষিত বন থেকে বহু দামী দামী গাছ রাত্রির অন্ধকারে পাচার হয়। বন বিভাগের একজন বনরক্ষক, তিনজন পর্যবেক্ষক ও একজন বিট অফিসার সেখানে নিযুক্ত রয়েছেন। দেখভালের অভাবে বন এলাকাটি সমাজবিরোধীর আড্ডা-খানায় পরিণত হয়েছে বলে খবর এসেছে।

খাদ্য আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলি

বরুণ রায়

বহরমপুর জেলে গিয়ে প্রথমেই দেখা হ'ল বহরমপুরের দেবব্রত বন্দ্যো-পাধ্যায় (অধুনা মন্ত্রী) ও রঘুনাথ-গঞ্জের অচিন্ত্য সিংহের সঙ্গে। তাঁরা আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু এরপর আমার জন্য আসল বিস্ময়টি অপেক্ষা করছিল। জেনারেল ওয়ার্ডে চোর ডাকাতদের সঙ্গে রাখা বন্দীদের মধ্যে আবিষ্কার করলাম ধুলিয়ান থেকে আনা খাদ্য আন্দোলনকারীদের। রক্ত-মাখা জামাকাপড়, সর্বাঙ্গে লাঠির দাগ ও কালশিটে। পুলিশ ১০ই মার্চ সন্ধ্যাবেলা এদের গ্রেপ্তার করে থানা হাজতে ভরে বেদম প্রহার করেছে। খাদ্য ও পানীয় না দিয়ে সারা-রাত্রি থানা হাজতে আটকে রেখে পরের দিন বেলা ২টায় প্রখর রোদ্দুরে খোলা ট্রাকে করে এদের বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। এদের মধ্যে পাঁচজন ভাঙ্গা হাত-পা-মাথা নিয়ে বহরমপুর জেল হাসপাতালে পড়ে আছে। জেলে এদের কোন রাজনৈতিক মর্যাদা দেওয়া হয়নি। রক্তমাখা জামাকাপড় বদলের কোন সুযোগও এদের দেওয়া হয়নি। সবাই রাজনীতিতে নতুন আসা ছেলে। আমি এদের সোজা কথায় জেল আইন অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণার পরামর্শ দিলাম। হাসপাতালে গিয়ে গুরুতর আহত পাঁচজন বন্দীর লিখিত জবানবন্দী সংগ্রহ করলাম।

জেল কর্তৃপক্ষ আমার গতিবিধি ও কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আমাকে আমার ওয়ার্ডে কড়া নজরবন্দী করে ফেলল। আমার ওয়ার্ড ছেড়ে বের হওয়া নিষিদ্ধ হল। ধুলিয়ানের আহত খাদ্য আন্দোলনকারীদের উপর অত্যাচার এবং জেলে তাদের দুর্দশার বিবরণ দিয়ে আমি ভারতের রাষ্ট্রপতি ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে দুটি চিঠি দিলাম এবং এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করে দিলাম। জেলা শাসক ও তৎ-কালীন জেল পরিদর্শক সামসুদ্দীন আমেদ এসে আমাকে এবং ধুলিয়ানের খাদ্য আন্দোলনকারীদের দেখে গেলেন। চারদিন পর দেবব্রত বন্দ্যো-পাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে আমি অনশন ভঙ্গ করলাম। ধুলিয়ানের বন্দীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন।

ওদিকে জেলের বাইরে জঙ্গীপুরে তখন কর্ডন ভাঙ্গার তোড়জোড় পুরোদমে চলছে। নির্দিষ্টদিনে ভোররাত্রি থেকে উমরপুরের কর্ডনের কাছে হাজার হাজার লোক জমায়েত হতে থাকল। ওদিকে কর্ডনের আর এক পাশে পুলিশ ভ্যান, জীপ, ওয়্যারলেস ভ্যান, বন্দুকধারী পুলিশ, লাঠিধারী পুলিশ, এস-ডি-ও, এস-ডি-পি-ও, থানার ও-সি—আয়োজনের কিছু কমতি নাই। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ', খেতে দাও পরতে দাও—নইলে গদী ছেড়ে দাও', 'এই বে-আইনী কর্ডন—মানব না, মানব না', প্রফুল্ল সেন—গদী ছাড়'—শ্লোগানে শ্লোগানে সমস্ত এলাকা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। পুলিশমহলে ঘনঘন শলা-পরামর্শ চলছে। অবশেষে এল সেই 'জিরো আওয়ার'। আন্দোলনকারীরা পুলিশের বাধা ঠেলে কর্ডন ভেঙ্গে বীরভূমের চাল নিয়ে ঢুকল। হাজার হাজার মানুষের জোয়ারে কর্ডন ভেসে গেল। পুলিশ আন্দোলনকারীদের মধ্যে থেকে সুধীর মুখার্জী, বীরেন চৌধুরী, শচীন সেন, দেবব্রত ঘোষাল, বীরেন ঘোষ, কমল সাহা, অরুণ শুকুল, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ ধর, ইকবালুলহক বিশ্বাস, তোরাব আলি প্রমুখকে গ্রেপ্তার করে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দিল। আন্দোলনকে জইয়ে রাখার জন্য পরমেশ পাণ্ডে ও নীলু ঘোষাল সেদিন গ্রেপ্তার এড়িয়ে যান। পুলিশ কয়েকদিন পর তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করে।

১৯৬৬ সনের খাদ্য আন্দোলন মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ইতিপূর্বে জেলার কোন আন্দোলনে সাধারণ মানুষ এত বিপুল সংখ্যায় যোগ দেয়নি, গ্রেপ্তারও হয়নি। তাদের উপর এমন পৈশাচিক পুলিশী নির্যাতনও আর কখনও হয়নি। এই আন্দোলনের সমস্ত গৌরব জানা অজানা হাজার হাজার বুভুক্ষু সংগ্রামী মানুষের প্রাপ্য যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে রুখে দাঁড়িয়েছিল। ১০ই মার্চ রাত্রে ধুলিয়ান থানা হাজতে ৭৫ জন খাদ্য আন্দোলনকারীর উপর যে নির্মম অত্যাচার হয়েছিল আমরা যেন কোনদিন তা ভুলে না যাই। শহীদ

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বন্যার মধ্যে ডাকাতি

জঙ্গিপুর, ৭ সেপটেম্বর—গতকাল রাত্রে মিঠিপুরের পুরুষোত্তম পাণ্ডের বাড়ীতে একটি ডাকাতির ঘটনায় কিছু জিনিসপত্র লুণ্ঠিত হয়। পুলিশ সূত্রে জানানো হয় পুরুষোত্তম পাণ্ডে একজন কুশিদজীবী। বন্ধকীর মাল নিয়ে পুরনো বিবাদ এই লুঠতরাজের কারণ এবং পাড়ার কিছু লোক এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। এখন বন্যার জলে ওই এলাকা ভাসছে। এর মধ্যে ডাকাতের ঘটনা গ্রামবাসীদের অবাক করেছে।

টাঙ্গা আরোহী খুন

ধুলিয়ান, ৭ সেপটেম্বর—৩১ আগষ্ট দুপুরে প্রকাশ্য দিবালোকে সামসেরগঞ্জ থানার সিকদারপুর গ্রামের এক যুবক হাউসনগর সেতুর কাছে একদল সশস্ত্র দুবৃত্তের আক্রমণে খুন হয়েছেন বলে জানা গেছে। ধুলিয়ান থেকে টাঙ্গায় বাড়ী ফেরার পথে টাঙ্গা থেকে নামিয়ে তাঁকে খুন করা হয় বলে প্রকাশ।

জাতীয় সড়কে সংঘর্ষ

সাগরদীঘি, ১০ সেপটেম্বর—পুরনো ঝগড়ার জের টেনে ৪ ও ৫ সেপটেম্বর এই থানার হাজীপুরের কাছে জাতীয় সড়কে দু'দলের এক সংঘর্ষে যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। উভয় পক্ষে বোমাবাজি এবং কয়েক রাউণ্ড গুলি চলে বলে জানা যায়। গুলিতে প্রাণহানির কোন খবর নাই। পুলিশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র আটক করে বলে জানা যায়।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ সেপটেম্বর—৪ সেপটেম্বর রাত্রে এই থানার বাণীপুর গ্রামে দেবজ্যোতি সিংহ (২০) নামে এক যুবক তার বাড়ীর পিছনের দিকে একটা গাছে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার কারণ জানা যায়নি।

খাদ্য আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলি

(২য় পৃষ্ঠার পর)

নলিনী বাগচীর ধুলিয়ান-জঙ্গিপুর বহুবার ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের বাঁচার লড়াইয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে তারা আবার রক্তের অক্ষরে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। (সমাপ্ত)

সুরেশকুমারের ক্রীড়াকৌশল

রঘুনাথগঞ্জ, ৮ সেপটেম্বর—একনাগাড়ে সাইকেলে ২১৬ ঘণ্টা কাটাবার পর ত্রিপুরার সুরেশকুমার চৌধুরী গতকাল সাইকেল থেকে অবতরণ করেন। ২১৬ ঘণ্টা সাইকেল চালাবার সময় তিনি নানারকম চমকপ্রদ ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শন করেন। তার মধ্যে সাইকেলে করে লরি টানা, চুলে বেঁধে যাত্রী বোঝাই বাস টানা বেশী আকর্ষণীয়। শেষ দিন সাইকেল থেকে নেমে তুলসীবিহার বাড়ীর প্রাঙ্গণে তিনি আধঘণ্টা মাটির তলে অতিবাহিত করেন সমাধিস্থ অবস্থায়। যুবক সংঘ সুরেশকুমারের প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা।

ধানের খোলাপচা রোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ সেপটেম্বর—মহকুমার সমস্ত জায়গায় ধানের খোলাপচা রোগ দেখা দিয়েছে। অবিলম্বে প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে এ বছর ধানের উৎপাদন ব্যাহত হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ
চন্দ্র-মালতী (R)
(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং এ, এল ৩৯৪-এম)
নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
ভাগতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য বিজ্ঞাবভ দেওয়া হয়)

শিক্ষক আবশ্যক
একজন ট্রেণ্ড আর্টস গ্রাজুয়েট (ইতিহাস/ভূগোলসহ) ডেপুটেশন ভ্যাকান্সীতে নিয়োগ করা হইবে। সম্পাদক, হরহরি উচ্চ বিদ্যালয়, পোঃ হরহরি, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়ের নিকট আগামী ২০শে সেপটেম্বর ১৯৮০ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করিতে হইবে। পদটি তপশীল জাতি/উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

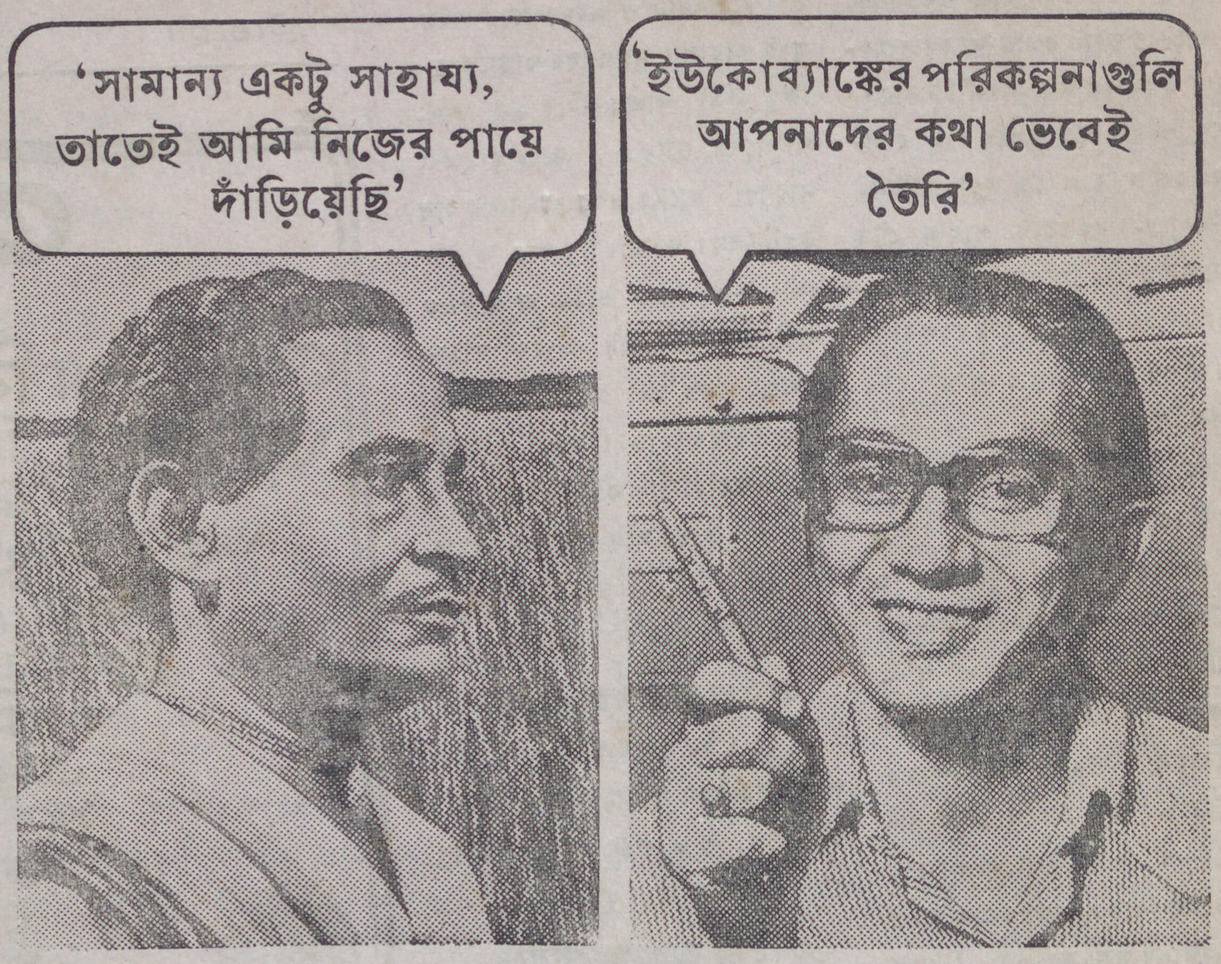

সোনার ফসল ঘরে তুলুন সাহায্য দেবে ইউকোব্যাঙ্ক

যে সকল চাষী ও কৃষিকর্মী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন, আপনি হয়ত তাঁদেরই একজন। আপনার প্রধান চিন্তা, কি করে খেতের ফসল বাড়ানো যায়। এই ব্যাপারে ইউকোব্যাঙ্ক আপনাকে সাহায্য করতে পারে। যেমন ধরুন ইউকোব্যাঙ্কের শস্যঋণ প্রকল্প। বীজ, সার অথবা ক্ষেতমজুর, যা কিছুই আপনার দরকার, তার জন্য ঋণ দেবে ইউকোব্যাঙ্ক। ইউকোব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে সোনার ফসল ঘরে তুলুন।

তপশিল জাতি ও উপজাতি সহ যে সকল চাষী পরিবারের বার্ষিক আয় গ্রামাঞ্চলে ২ হাজার টাকার বেশি নয় এবং যারা সেচের সুবিধাযুক্ত ১ একর বা সেচের সুবিধা ছাড়া ২.৫ একরের বেশি জমির মালিক নন, তারা বার্ষিক ৪% সুদ (ডিফারেনসিয়াল রেট অব ইনটারেস্ট) হারে ঋণ পাবেন। তপশিল জাতি বা উপজাতির ক্ষেত্রে অবশ্য জমির শর্ত বর্তাবে না।

কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, সেইখানেই সমস্ত খবর পাবেন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCO/CAS-50/79R1BEN

বন্যার ছোবল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সামসেরগঞ্জ ব্লকেই প্রায় দেড় লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ফসলহানি ঘটেছে প্রায় চার কোটি টাকার। এ মাসের বন্যায় প্লাবিত হয়েছে ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতি ১ ও ২ এবং রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের প্রায় ২০০ বর্গমাইল এলাকা। মহকুমার ৬০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪১টি বন্যার কবলে পড়েছে। ফসল বিনষ্ট হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার একর জমির, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ, ঘরবাড়ী পড়েছে প্রায় ২০ হাজার। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দশ কোটি টাকা। আগষ্ট মাসের বন্যায় ঘরবাড়ী পড়েছিল প্রায় ৩০ হাজার, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ, ফসল নষ্ট হয়েছিল প্রায় ৩৫ হাজার একর জমির। প্রাণহানি ঘটেছিল ৯ জনের। মাত্র পক্ষকালের ব্যবধানে দু'দুবার বন্যার আক্রমণে মহকুমার জনজীবন এবং অর্থনীতি দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ৬ সেপটেম্বর থেকে বি এ কে লুপ লাইনের আজিমগঞ্জ-বারহারোয়া শাখায় ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিমতিতা ও ধুলিয়ানগঙ্গা ষ্টেশনের মাঝে রেললাইন ডুবে যাওয়ায় দূরপাল্লার সমস্ত ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কেবলমাত্র কাটায়ো লোকাল চলছে নিমতিতা পর্যন্ত। টেলি যোগাযোগও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ফলে ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ শহর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বন্যাপীড়িত অরঙ্গাবাদ এলাকা পরিদর্শন করে এসে আমাদের সংবাদদাতা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। প্রায় চারশো গ্রাম গত বৃহস্পতিবার থেকে গলা জলে ডুবে আছে। মঙ্গলবার সকালে বন্যার জলে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ত্রিপাল নেই, ত্রাণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। হাজার হাজার মাটির বাড়ী ধসে গেছে। গতকাল নিমতিতায় জয়নাল আবেদিন এম পি বললেন, প্লাবিত গ্রামগুলো শ্মশাণে পরিণত হয়েছে। ক্ষতি কোটি কোটি টাকা। সি পি এম সূত্রে জানা গেছে এবার এখানে প্রাণহানি ঘটেছে চারজনের। এ ডি এম ও এস ডি ও গতকালই প্রথম এই এলাকায় আসেন। তাঁদেরকে ঘিরে বহু মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। একুশটি আশ্রয় শিবিরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের জায়গা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ রেললাইন ও ৩৪নং জাতীয় সড়কের দু'ধারে আশ্রয় নিয়েছেন। ধুলিয়ানের পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। সেখানে জল ক্রমশঃ বাড়ছে। পৌর শহর প্রায় এক কোমড় জলের নীচে। এক তারবার্তায় ধুলিয়ান পুরসভার পুরপতি সুধীর সাহা জানিয়েছেন, অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। সমস্ত বিড়ি কোম্পানী বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জনজীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বন্যাদুর্গতদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে প্রচুর ত্রাণসামগ্রী প্রয়োজন। সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে, আজ মহেশাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জল ঢুকতে শুরু করেছে। রোগীদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

নৌকায় চিকিৎসা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তা জল সরে যাবার পর নিরূপণ করা হবে। ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদের অবস্থা খুবই খারাপ। অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও কিছু কর্মী আশ্রয় নিয়েছেন হাসপাতালের ছাদে। ডাক্তার এবং নারসরা খাটের ওপর খাট দিয়ে বাস করছিলেন। ডাক্তারবাবু পরে আউটডোর নিয়ে গিয়ে ওঠেন জমিদার বাড়ীতে। অরঙ্গাবাদ সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সমস্ত কর্মী আশ্রয় নিয়েছেন ডাক্তারবাবুর দোতলা বাসায়। পুঁথি মারির কর্মীরা বাস করছেন খাটিয়ায়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদেরও দুর্দশার অন্ত নাই। এর মধ্যেও তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন।

ব্যবসায়ীর গয়াপ্রাপ্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আজিমগঞ্জ রেল পুলিশ হত্যার মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বলে সর্বশেষ সংবাদে জানা গেছে।

কলেজ অধ্যক্ষ ঘেরাও

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসবাবপত্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সুপারিনটেনডেনটের আবেদন অগ্রাহ্য করেছেন। ছাত্রাবাসের দুরবস্থার কথা লিখিতভাবে জানিয়েও এ পর্যন্ত কোন ফল হয়নি। এ ছাড়াও বাণিজ্যিক ভূগোলের একজন অধ্যাপক নিয়োগের বা পারে স্বজন-পোষণ নীতি অবলম্বন এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতির একজন অধ্যাপক নিয়োগ না করাও এই ঘেরাও-এর একটি কারণ বলে জানানো হয়েছে।

আমিও একদিন.....

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর—এমনিভাবেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এই থমকে দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আজ আমি সদা কর্মব্যস্ত। জনপ্রিয় এই কর্মব্যস্ততা আমার মধ্যে এনে দিয়েছে। এই থমকে থাকা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে আজ আমি এক সন্তানের পিতা এবং সুখী।

শুধু আমিই নই—আমার মতন আরো হাজার হাজার বেকারের মুখেও জনপ্রিয় আজ আশার আলো জাগিয়েছে।

জনপ্রিয় ফিনানস এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

হেড অফিস—চ্যাটার্জী ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার

(৫ম তল)

৩৩এ জহরলাল নেহেরু রোড (চৌরঙ্গী রোড) কলি-৭০০০৭১

ভারতের সর্বত্র আমাদের ব্রাঞ্চ অফিস ও অর্গানাইজেশন অফিস আছে।

শাখা অফিস—ষ্টেশন রোড, বহরমপুর

শীঘ্রই রঘুনাথগঞ্জে অর্গানাইজেশন অফিস খোলা হইতেছে।

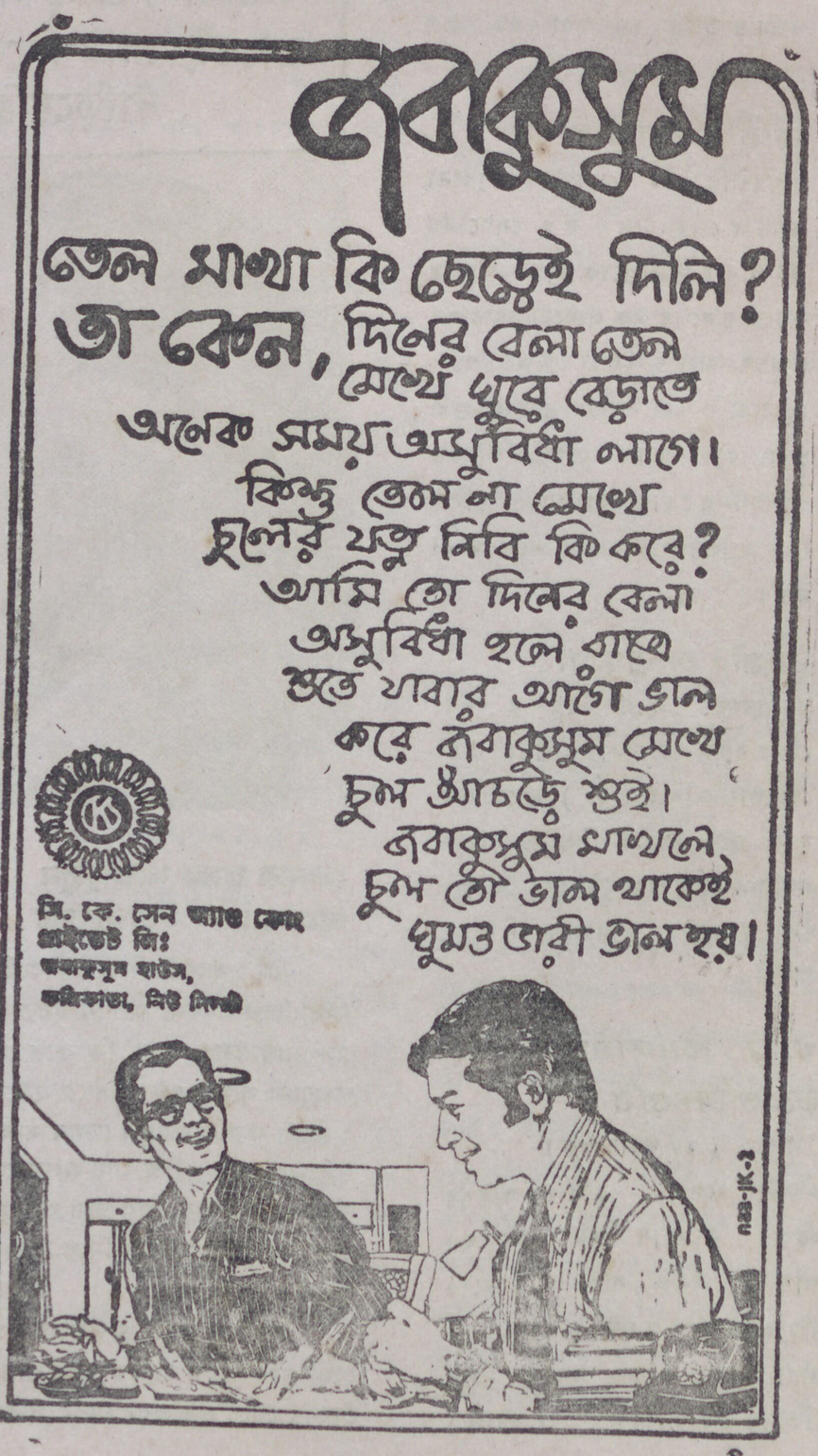

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫ পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।